TRANSLATION

OF

PARADISE AND THE PERI.

BY

THOMAS MOORE.

পরী ও স্বর্গোদ্যানের উপাখ্যান।

(অনুবাদিত)

CALCUTTA:

PRINTED BY J. G. CHATTERJEA & CO.
NO. 10 BOW-BAZAR STREET.

1863.

PARADISE AND THE PERI.

পরী ও স্বর্গোদ্যানের উপাখ্যান।

এক দিন পরী এক প্রভাত সময়ে।
দাঁড়াইল দেবোদ্যান দ্বারে ম্লানা হয়ে॥
অমৃতের স্রোত বহে কল কল ধ্বনি।
যন্ত্র মিলি বাজে হেন ভাবে পরী শুনি॥
আলোকে উজ্জ্বল স্থল কিবা তার প্রভা।
দ্বার ছিদ্র দিয়া পরী পক্ষে পড়ে আভা॥
মনে মনে ভাবে সেই হয়ে বিষাদিত।
হেন সুখস্থান হতে আমরা বঞ্চিত॥
মর্ম্মকথা ব্যক্ত করি শেষে পরী কয়।
হায়! কত সুখী যারা এখানেতে রয়॥

প্রস্ফুটিত পুষ্পগণ রয়েছে প্রচুর।
অনশ্বর চিরস্থায়ী গন্ধ ভুর ভুর॥
শশির ঘুরিয়া ধর উদ্যানে আমার।
তারাগণ শোভে যেন পুষ্পের আকার।
স্বর্গের কণিকা এক তেজে জিনে সবে।
এর সঙ্গে তা সবার তুলনা কি হবে॥
কাশ্মীর দেশেতে স্নিগ্ধ হ্রদ মনোহর।
প্রভাকর করে বটে দেখিতে সুন্দর॥
মধ্যে মধ্যে আছে তায় পঙ্কময় স্থান।
প্রতিবিম্ব পড়ি শোভে অমল বরন॥
গিরি শৃঙ্গ হতে বারি হতেছে পতন।
অতিশয় নিরমল উজ্জ্বল বরণ॥
তা হতে উৎপত্তি পুনঃ কত স্রোতস্বতী।
স্বর্ণগর্ভা নিম্নদিকে করিতেছে গতি॥
কিন্তু হায়! সে সকল কিছু কিছু নয়।
স্বর্গের সহিত তার তুলনা কি হয়॥
ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া যদি করহ ভ্রমণ।
চন্দ্র সূর্য্যালোক আর গ্রহ তারাগণ॥

সকল স্থানের সুখ এক ঠাঁই আন।
অনন্ত গুণেতে যদি কর পরিমাণ॥
সে সকল একত্রেতে করিলে যোজনা।
মুহূর্ত্তেক স্বর্গ সুখ না হয় তুলনা॥
এইরূপে পরী যত লাগিল কহিতে।
উদ্যানের দ্বারী আর নারিল রহিতে॥
শুনিয়া তাহার খেদ নিকটে আইল।
দুঃখের কথায় বড় দয়া উপজিল॥
না পারে রাখিতে তার চক্ষে পড়ে জল
নীলকমলেতে যেন বারি টল মল॥
মৃদুমন্দ স্বরে দ্বারী পরী প্রতি কয়।
তব দুঃখ নিবারণে আছয়ে উপায়॥
জানি আমি নির্দ্ধারিত শাস্ত্রের লিখন।
পরীর দুষ্কৃতি দোষ করিতে খণ্ডন॥
এই দ্বারে হেন বস্তু দিবে উপহার।
স্বর্গ প্রিয় বস্তু নাহি তুলনা যাহার॥
খুঁজে পেতে দেখ যদি হেন ধন পাও।
তবে কেন স্বর্গ সুখ হেলায় হারাও॥

শুনিয়া তাহার বাণী পরী হৃষ্টমতি।
শূন্যোপরে পক্ষ ভরে বেগে করে গতি॥
নীলবর্ণ আকাশ ভেদিয়া পরী যায়।
ধূমকেতুগণ যেন সূর্য্যদিকে ধায়॥
কিম্বা যত জ্যোতি ছোটে তারাময় তীর।
স্বর্গ দূত শরাসন হইয়া বাহির॥
যে শর অম্বর চর ছাড়ে তার প্রতি।
সুরপুরে উঠে যেই দানব দুর্ম্মতি॥
তা হতে ত্বরিত পরী করি আগমন।
শূন্যভরে পৃথিবী করিছে পর্য্যটন॥
সুদৃশ্য অতীব শোভা ধরেছে ধরণী।
সমুদিত উষাকাল বিগত যামিনী॥
কিন্তু হায় কোন স্থানে দেবযোনী যাবে।
দেবলোকে দেবে হেন দ্রব্য কোথা পাবে॥
কহে পরী জানি স্থান সেথা যদি যাই।
হীরক মুকুতা আদি কত ধন পাই॥
হেন দ্বীপ উপদ্বীপ জানি কত শত।
সৌরভেতে আমোদিত শোভা নানা মত॥

আরব দক্ষিণে জানি গভীর সাগর।
বিস্তারিত জলনিধি দেখিতে সুন্দর॥
এ সকল হতে মম কি কার্য্য হইবে।
এ সব লইলে স্বর্গে কি ফল দর্শিবে॥
এত ভাবি পক্ষভরে চলিল ত্বরিত।
ভারত ভূমিতে আসি হল উপনীত॥
বহে মন্দ মন্দ বাত জুড়ায় শরীর।
বপু বিস্তারিয়া আছে সাগর গভীর॥
মধ্যে মধ্যে আছে তায় দ্বীপ বহুতর।
প্রবাল রচিত আর সুন্দর প্রান্তর॥
পর্ব্বতের কিবা শোভা তপন তাপেতে।
গহ্বর পূর্ণিত সব আছে হীরকেতে॥
ক্ষুদ্রতর নদীগণ বহিতেছে তায়।
রাশি রাশি স্বর্ণ যার স্রোতে পাওয়া যায়॥
রম্যস্থান আছে কত চন্দনের বন।
অতি মনোহর স্থান হরে লয় মন॥
কিন্তু হায়! কি আবার দেখি বিপরীত।
নদীর বহিছে স্রোত শোণিতে পূরিত॥

সুসৌরভ কুঞ্জবন ছিল তথা যত।
পচা গন্ধে সে সবার গন্ধ করে হত ॥
বেধেছে বিষম তুল হয়েছে সমর।
হত দেহ গাদি গাদি ধরণি উপর ॥
বিমল কুসুম দল গন্ধে আমোদিত।
মন্দ গন্ধ বায়ু যোগে হতেছে মিশ্রিত ॥
হে ভূমি কি হেতু তুমি হয়েছ এমন।
কে এসেছে কোথা হতে কে করেছে রণ॥
ভেঙ্গেছে প্রাচীর ঘর দেবের আলয়।
দেবতার ধন দেব মূর্ত্তি নাহি রয়॥
রাজগণে দেশ হতে দিয়েছে তাড়িয়ে।
রত্ন সিংহাসন খালী রয়েছে পড়িয়ে ॥
এ দুর্দ্দশা করিয়াছে গিজ্‌নি অধিপতি।*
ঐ যে আসিছে দেখি ক্রোধভরে অতি ॥
ভারত পায়ের নীচে যায় মাড়াইয়ে।
চারি দিকে ভালকুত্ত বেড়ায় তাড়িয়ে ॥
তাহাদের গলদেশে দোলে মতি হার।
কাড়িয়া লয়েছে বুঝি কোন ললনার ॥

* Sultan Mahmud.

কোমল প্রকৃতি যত নারী শুদ্ধমতি।
তা সবার দুরাচার করেছে দুর্গতি ॥
ব্রাহ্মণ গণেরে যত দেবালয়ে ধরি।
শুধরে চলিয়া যায় সবে হত্যা করি ॥
সুরূপ চিক্কণ যত দেবের মহলে।
ভাঙ্গি চূর্ণ করি সব ফেলে নদীজলে ॥
ক্ষণেক থাকিয়া পরী দেখে নিম্নভাগে।
বীরবেশধারী এক যুবা আছে আগে ॥
একক দাঁড়ায়ে বীর নির্ভয় শরীর।
ভগ্ন খড়্গ হাতে আর অবশিষ্ট তীর ॥
সর্ব্বাঙ্গে রুধির মাখা তাপিত হৃদয়।
নিজ গৃহ সন্নিকটে নদীতীরে রয় ॥
জয়ী কহে দেখ সব করিয়াছি জয়।
দিলাম জীবন দান নাহি আর ভয় ॥
নিস্তব্ধ হইয়া বীর সেখানে রহিল।
নদীর স্রোতের দিকে নির্দ্দেশ করিল ॥
শ্বেতবর্ণ ছাড়ি তার লোহিত বরণ।
স্বদেশীয় নর রক্তে হয়েছে এমন ॥

অবশেষে নিক্ষেপ করিল নিজ বাণ।
দুরাত্মা রাজার দিকে করিয়া সন্ধান ॥
করে ছিল সুসন্ধান তবু ব্যর্থ হল।
রাজন্ জীবিত রয় যুবক পড়িল ॥
শূন্যে থাকি দেখে পরী যাহা কিছু হয়।
রণশেষ প্রতীক্ষা করিয়া তথা রয় ॥
যখন সকলে দেখে গিয়েছে চলিয়ে।
একাকী বীরের দেহ রয়েছে পড়িয়ে ॥
ঝটিতি নামিয়া পরী যায় তার কাছে।
দেখে ওষ্ঠাগত প্রাণ বীর পড়ে আছে ॥
প্রাণ ছাড়িবার আগে তাহার শোণিত।
হাতেতে তুলিয়া ধনি লইল ত্বরিত ॥
উল্লাসিত পরী তবে উড়িল আকাশে।
যেন আশা পূর্ণ হয় বিধুমুখী ভাবে ॥
পেয়েছি যে উপহার স্বর্গে ডালি দিব।
মন সাধ মিটাইব উদ্যানে পশিব ॥
যুদ্ধ ভূমে রক্তপাত সর্ব্বদা দূষিত।
এ যুদ্ধ সে রূপ নয় হয় বিপরীত ॥

স্বাধীনতা হেতু অস্ত্রে যে করে ধারণ।
পবিত্র শোণিত তার সফল জীবন॥
স্বর্গে প্রিয় বস্তু এই হইবে নিশ্চয়।
এ লয়ে যাইতে স্বর্গে উপযুক্ত হয়॥
পৃথিবীর মধ্যে যদি থাকে বস্তু সার।
ইহাই সবার শ্রেষ্ঠ নাহি কিছু আর॥
এতেক চিন্তিয়া পরী লয়ে উপহারে।
উপস্থিত হল গিয়ে স্বর্গের দুয়ারে॥
দ্বারের অপ্সরা হস্তে করে সমর্পণ।
দেখিয়া সে পরি প্রতি কহিল বচন॥
আনিয়াছ দিবা এই বস্তু মনোহর।
ধন্য-দেহ দেশ হেতু করিলে সমর॥
কিন্তু দেখ কি করিব না নড়ে দুয়ার।
এ হতে উত্তম বস্তু আন কিছু আর॥
এ হতে পবিত্রতর আন যদি ধন।
স্বর্গের উদ্যানে তবে করিবে গমন॥
পরীর প্রথম আশা ব্যর্থ যদি হয়।
হৃদয়ে উদয় দুঃখ হল অতিশয়॥

এবারে আফ্রিক দিকে চলে ক্রমাগত।
দক্ষিণ দিকেতে চন্দ্রগিরিতে আগত॥
যে খানে বহিছে এক মহা স্রোতস্বতী।
মিসর দেশের মধ্যে দিয়ে যার গতি॥
যাহার উৎপত্তি স্থান বিরল প্রদেশে।
না দেখে সূর্য্যের মুখ আছে ঘোর বেশে॥
নাইল নামেতে নদী যাহার তীরেতে।
জলদেব গণ ক্রীড়া করে চতুর্ভিতে॥
সেই জলে নামি স্নান করি সমাপন।
পবিত্র হইল গাত্র করিয়া মার্জ্জন॥
সেখান হইতে ক্রমে যাইছে চলিয়ে।
মিশর দেশেতে পরে উত্তরিল গিয়ে॥
কি সুন্দর রম্য স্থান বন উপবন।
কিবা শোভা মনোলোভা তাল তরুগণ॥
কত শত অট্টালিকা সমাধির স্থান।
কীর্ত্তি স্তম্ভ আছে কত রাজার নির্ম্মাণ॥
কোথাও বা উপত্যকা পরিষ্কার স্থান।
পক্ষী যত কত মত করিতেছে গান॥

কোন খানে চরে নিশাচর পক্ষিগণ।
তাদের পক্ষেতে শোভে শশির কিরণ॥
নিস্তব্ধ সে স্থান তারা করিতেছে রব।
সরোবর তীরে কত করিছে উৎসব॥
অতিশয় রম্য সেই স্থান মনোলোভা।
কভু কোন নরে নাহি হেরেছে সে শোভা॥
ফলে ফুলে সুশোভিত বৃক্ষগণ যত।
সুধাংশু অংশুতে তার শোভা বাড়ে কত॥
সারি সারি খেজুরের গাছ মনোহর।
বাতাসের ভরে মাথা নাড়িছে সুন্দর॥
মরি তাহে কিবা শোভা নেত্র সুখকর।
যুবতী ললনা যেন নিদ্রায় কাতর॥
ঢুল ঢুল করে আঁখি স্থির নহে শির।
শয্যায় যাইতে অতি হয়েছে অস্থির॥
কমলিনী বিষাদিনী বিমলিনী বেশ।
নত শিরে সরোবরে করেন প্রবেশ॥
সুন্দর আপন রূপ করিতে বর্দ্ধন।
স্নান হেতু সরোনীরে হলেন মগন॥

বাড়িবে রূপের কান্তি এই মনে আশ।
হাসি হাসি প্রিয় সনে হবেন প্রকাশ॥
অট্টালিকা মনোহর দেবের আলয়।
ভাঙ্গি চূর্ণ হয়ে তার চিহ্ন মাত্র রয়॥
নির্জ্জন সকল স্থান জন প্রাণী নাই।
টিট্টিভের শব্দ সুধু শুনিবারে পাই॥
মধ্যে মধ্যে মেঘ ছায়া ঢাকে শশধরে।
ক্ষণেক সকল স্থান অন্ধকার করে॥
আলোক হইলে পরে পুন দেখা যায়।
ভগ্ন স্তম্ভোপরে পক্ষী বসিয়া তথায়॥
নানা রঙ্গে বিভূষিত পাখা শোভে তার।
নিস্তব্ধ বসিয়া একা সঙ্গী নাহি আর॥
এ হেন আশ্চর্য্য কভু কেহ নাহি জানে।
দুর্দ্দশা এতেক হবে হেন রম্য স্থানে॥
কৃতান্ত আসিয়া হেথা করে মহামার।
বিষম বিপাক আর রক্ষা নাহি কার॥
হইয়া দূষিত বায়ু করে সঞ্চরণ।
যে জন পরশে তার অবশ্য মরণ॥

কিম্বা মরুভূমে তপ্ত বালুকা নিকর।
তা হতে অধিক এই বায়ু ভয়ঙ্কর ॥
যেমন সাইমুম * বাত যেখানেতে রয়।
বৃক্ষলতা শুষ্ক হয় জীবন না রয় ॥
সেই রূপ এই বায়ু যায় যেই খানে।
সেখানে মানুষ আর নাহি বাঁচে প্রাণে ॥
পূর্ব্বে এই স্থানে ভানু হলে প্রকাশিত।
আলোকে সকল লোক হত উল্লাসিত ॥
সবে ছিল পুলকিত আরোগ্য শরীরে।
সে কাল এখন নাই গেছে সব ফিরে ॥
সেই খানে সূর্য্য এবে হয়েছে উদয়।
কে তাহে হইবে তৃপ্ত কেহ নাহি রয় ॥
রাশি রাশি রাশি মড়া যেখানে সেখানে।
পড়িয়া রয়েছে সব কেবা কারে জানে ॥
নিশিতে শশির জ্যোতি নিপতিত হয়।
হেরিলে সে স্থান হয় দুখের উদয় ॥
শকুনি গৃধিনীগণ দেখে আচম্বিত।
আশ্চর্য্য মানিয়ে তারা হয় চমকিত ॥

---

* Simoom,

শৃগাল কুক্কুরগণ ভ্রমিছে তথায়।
নগরের পথ দিয়ে সুখে চলে যায়॥
নাহি জানি কত দুঃখ পায় সেই হায়!।
ঘোর রাত্রে এরা যার সম্মুখেতে যায়॥
মুমূর্ষু হইয়া একে পড়ে আছে রোগে।
যাতনা দ্বিগুণ বাড়ে ভয়ের সংযোগে॥
এসব দেখিয়া পরী মনে নাহি সুখ।
বচনে প্রকাশি কহে মানবের দুখ॥
একেবারে সুখ হারা কেন নরগণ।
এখনো তো আছে বহু সুখের কারণ॥
কিন্তু হায় কি হবে যে কর্কট * দুরন্ত।
লেজে ঢাকি সমুদায় করিয়াছে অন্ত॥
বলিতে বলিতে তিতে নয়নের নীরে।
বিমল, উজ্জ্বল জল ঝরে ধীরে ধীরে॥
অমনি তখনি সেই স্থানে সমীরণ।
পরিষ্কার হয়ে মন্দ করে সঞ্চরণ॥
অপরূপ শক্তি ধরে সে চক্ষের জল।
সেই হেতু সদাগতি হইল নির্ম্মল॥

---

* The Serpent i. e. Satan.

আহা কি আশ্চর্য্য দয়া আমরি আমরি।
মানুষের খেদে কাঁদে বিমান বিহারী॥
দেখিতে দেখিতে পরী করে দরশন।
কতিপয় নেবু বৃক্ষ পূর্ণ এক বন॥
ফলিয়াছে ফল সব মুকুল ধরেছে।
মৃদু মন্দ সমীরণ তাহে বহিতেছে॥
এক স্থানে ফলে ফুলে দোলে বায়ুভরে।
বালক বৃদ্ধেতে মিলি যেন ক্রীড়া করে॥
হেথা সরোবর তীরে গাছের তলায়।
কাতর ক্রন্দন পরী শুনিবারে পায়॥
নির্জ্জনে গোপনে এক নর তথা গেছে।
মর মর প্রায় মৃত্যু অপেক্ষায় আছে॥
হায়: সুস্থ শরীরেতে ছিল এ যখন।
কত কামিনীর মন করেছে হরণ॥
এখন দেখনা যেন অভাগার প্রায়।
যেন কভু কেহ ভাল না বাসিত তায়॥
আসন্ন সময় তবু একা পড়ে আছে।
কেবা তার শোকে কাঁদে কেবা আছে কাছে

এক বার চেয়ে দেখে নাহি হেন জন।
হৃদে হুতাশন তাপ কে করে বারণ॥
কে হেন ব্যথার ব্যথী আছে এ সময়।
সরোবর নীরে সেই আগুন নিবায়॥
হেন স্বর নাহি, যাহা বহু দিন চেনে।
অন্তেতে বিদায় দেয় বিলাপ বচনে॥
অন্য শব্দ স্তব্ধ হবে সেই রব রয়।
দূরস্থিত যন্ত্র ধ্বনি সম বোধ হয়॥
সুকোমল যে স্বর বিদায় দেয় তায়।
ভব পারাবার ধারে সেই জন যায়॥
যে আত্মা সংসারে সুখ নাহি পায় আর।
অজ্ঞাত আঁধারে তরী ভাসাবে এবার॥
দুর্ভাগা যুবক! সহে মরণ যাতনা।
ভাবিয়া বিষয় এক পাইল সান্ত্বনা॥
যাহারে বাসিত ভাল বহু দিন হতে।
যার সনে প্রেম পাশে বাঁধা বিধিমতে॥
ভাবে সেই ধনি অতি নিরাপদে রয়।
এ ঘোর নিশীথ বাতে নাহি কিছু ভয়॥

পিতৃ অট্টালিকা মাঝে আছে সে রমণী।
জলাকর শীত্র বায়ু যে স্থান গামিনী॥
ভ্রমিয়া ভারত ভূমে চন্দনের বন।
নির্ম্মল হইয়া করে তাহারে ব্যজন॥

কিন্তু দেখ! ঐ কেবা আসে ধীরে২।
দুর্গম দারুণ কুঞ্জ অন্বেষণ করে॥
বুঝি স্বাস্থ্য দেবী সখি করেছে প্রেরণ।
গোলাবের গণ্ড তার হেন লয় মন॥
অতি দূরে ছিল তবু দেখিয়া তাহারে।
শশির আলোকে যুবা চিনিবারে পারে॥
প্রণয়িণী আসিতেছে ভাবে মনে মনে।
হইয়াছি প্রেম পাশে বদ্ধ যার সনে॥
যুবার সহিত তার এতেক প্রণয়।
মরণে নিশ্চয় তার সহমৃতা হয়॥
ধরাক্লি যতেক ধন দিলে পরে তারে।
তবুতো সে প্রিয় সঙ্গ ছাড়িতে না পারে॥
আসি ধনি কর যুগে যুবারে ধরিল।
আলিঙ্গন করি নিজ কোলে তুলি নিল॥

প্রেমাবেশে প্রাণ নাথে তুলিয়া তখন।
বিবর্ণ গণ্ডেতে গণ্ড করে সমর্পণ॥
পরেতে মাথার বেণী আপনি এলায়।
সরোবর নীরে তাহা তখনি ভিজায়॥
শিরঃ পীড়া হেতু যুবা সন্তাপিত ছিল।
আর্দ্র কেশ সযতনে মাথে বাঁধি দিল॥
একবার মনে যুবা না ভাবে এখন।
নিকটে শমন আসে ঘোর দরশন॥
অতি সুখময় বটে এই আলিঙ্গন।
ছাড়িয়া যাইতে হবে না হয় বারণ॥
নিজ কর আছে ধনি প্রসারিত করি।
শয়ন করিয়া যুবা তাহার উপরি॥
যেমন অমর শিশু স্বর্গে থাকি হায়।
দোলনে দুলিয়া তথা সুখে নিদ্রা যায়॥
ক্ষণেক থাকিয়া দেখে নাহিক সেরূপ।
যুবার আকৃতি সব হতেছে বিরূপ॥
অস্থির হইয়া শির করে সঞ্চালন।
প্রেয়সীর দিকে হতে ফিরায় আনন॥

যেন তার অধরেতে আছে হলাহল।
সে হেতু ফিরায় মুখ হইয়া বিকল॥
প্রেমেতে সুন্দরী তার হয় সম্মুখীন।
পূর্ব্ব ভাব ছাড়ি এবে হয়ে লজ্জা হীন॥
এখন সে কাল নাই, লজ্জা ছিল যবে।
যতনে সাধিলে মুখ ফিরাইত তবে॥
হতাশ হইয়া হায় এবে কহে ধনি।
আমারে বিমুখ কেন হলে গুণমণি॥
ওহে প্রাণনাথ তুমি ফিরাও আনন।
তোমার যে শ্বাস বায়ু করিব সেবন॥
যায় কিবা থাকে প্রাণ উভয় সমান।
ও বায়ু মঙ্গল মম জেন ওহে প্রাণ॥
হৃদয় বিদরী যদি দিলেছে শোণিত।
তব যাতনার কিছু হয় হে বিহিত॥
প্রাণনাথ দিতে তাহা ভার মম নয়।
মুহূর্ত্তেক শিরঃ পীড়া শান্তি যদি হয়॥
এখন বিমুখ কেন হলে হে প্রাণেশ।
বড় যে বাসিতে ভাল কি করিলে শেষ॥

যে খানে রহিবে তুমি রব তব সনে।
বাঁচিলে বাঁচিব যাব সহিত মরণে॥
যাহার এ ধরাতলে সব অন্ধকার।
আলোক কেবল সুধু তুমি মাত্র সার॥
তোমা বিহনেতে বল কেমনে সে জন।
তিমিরে আবৃতে কাল করিবে যাপন॥
তুমি প্রাণ তোমা ছাড়ি সহিব যাতনা।
এমন কথন প্রভু হবে না হবে না॥
শাখা হতে পত্র যথা বহির্গত হয়।
শাখার বিনাশে পত্র কভু নাহি রয়॥
ফির ফির প্রাণনাথ দেখিহে তোমারে।
যতক্ষণ আছে প্রাণ আমার অন্তরে॥
এখনো অধর মম আছে হে শীতল।
স্পর্শ কর যদবধি না হয় বিফল॥
বলিতে বলিতে ধনি হইল অবশ।
জ্ঞান হারা শুখাইল শরীরের রস॥
যেমন প্রদীপ নেবে এঁদো সেঁতো ঘরে
কি যথা শ্মশান ঝাড় বহে বেগ ভরে॥

সেই রূপ যুবকের বিষম নিশ্বাস।
ধনির নয়ন প্রভা করিল বিনাশ॥
দারুণ যাতনা সহে শ্বাস টানে ক্লেশে।
যুবতীর-প্রাণ প্রাণ ছাড়ে অবশেষে॥
এ দশা দেখিয়া ধনি যেন উন্মাদিনী।
প্রাণেশে চুম্বিয়া প্রাণ ত্যজিল আপনি॥
মহানিদ্রা যাও পরী বলিল তখন।
মৃদুভাবে করে যারে নিশ্বাস হরণ॥
যে নিশ্বাস প্রাণ পাখী করিছে পতন।
যতনে বিদায় মাগি করেছে গমন॥
এমন নির্ম্মল শ্বাস নারী কোন জন।
কভু কি হৃদয় মাঝে করেছে ধারণ*॥
পরী কহে থাক কয়ে নিদ্রার মগন।
মনোরমা স্বপন সুখে কর নিরীক্ষণ॥
যে সুগন্ধ গন্ধবহ অতি মনোনীত।
বেষ্টন করিয়া থাকে সে পাখীর চিত॥
আপনার মৃত্যুগান আপনি যোগায়।
সঙ্গীত সুগন্ধ মাঝে যার প্রাণ যায়॥

---
* Phœnix.

শ্রেষ্ঠতর তা হতে যে বায়ু মন্দগতি।
বিশ্রাম করহ করি তার মাঝে স্থিতি ॥
এত বলি সে সুন্দরী ফুংকার করিল।
স্বর্গে নাই হেন বায়ু সে স্থান ঘেরিল ॥
উজ্জ্বল কুঞ্চিত পাখা নাড়া দিল আর।
তখনি অপূর্ব্ব শোভা হইল বিস্তার ॥
সে শোভা ও দুই দেহে হইতে পতন।
অপরূপ জ্যোতি দোঁহে করিল ধারণ ॥
আহা কি সুন্দর শোভা কাননের মাঝ।
জ্ঞান হয় নিদ্রা যায় দুই ঋষিরাজ ॥
বিচারের দিন যেন উদয় হয়েছে।
সেই হেতু গোর হতে তাদের এনেছে ॥
পরীর হয়েছে শোভা বড়ই অদ্ভুত।
যেন দোঁহা হিতকারী কোন স্বর্গদূত ॥
যে অবধি দুই আত্মা জাগ্রত না হয়।
সাবধান রয় পাছে থাকে কোন ভয় ॥
সুবেশী প্রভাত কেথা গগণে উদয়।
রেঙেছে বদন লাজে কিবা শোভা তায় ॥

পবিত্র প্রেমেতে প্রাণ যে দেছে আহুতি।
তার মহামূল্য শ্বাস নিয়ে শীঘ্রগতি॥
উঠিল আকাশে পরী মনে বড় আশা।
স্বর্গ সুখ লাভ হবে করিয়ে ভরসা॥
দ্রুত গিয়ে দ্বারীহাতে ডালি লয়ে দিল।
ঈষৎ হাসিয়া দ্বারী পরীরে দেখিল॥
শুনিবারে পায় পরী উদ্যান ভিতর।
মরুত হিল্লোলে দোলে যত তরুবর॥
তাহাতে উদয় কিবা শব্দ মনোহর।
যেন নানা যন্ত্র মিলি বাজিছে সুন্দর॥
দেখে কত পান পাত্র অতি শ্রেষ্ঠতম।
উজ্জ্বল তারকাময় দেখিতে উত্তম।
সুবিমল সরোবর তীরে থরে থরে।
রহিয়াছে সেই স্থান যেন আলো করে॥
তার তটে দেখে কত দেবগণ আর।
নানা মতে সেখানেতে করিছে বিহার॥
পরীর যতেক আশা ব্যর্থ হলো হায়।
এখনো উদ্যানে নাহি প্রবেশিতে পায়॥

দুরদৃষ্ট এখনো না ত্যজিল ইহারে।
না নড়ে দুয়ার নাহি প্রবেশিতে পারে॥
দ্বারী অতি দুঃখ চিতে রুদ্ধ করি দ্বার।
পরে পরী সম্বোধিয়া কহে কিছু আর॥
অতি সাধ্বী এ নারী বটে অতি ভাল।
এর নাম স্বর্গে দীপ্ত রবে চিরকাল॥
উজ্জ্বল বরণে নাম লিখিত রহিবে।
স্বর্গদূতগণ তাহা সকলে পড়িবে॥
কিন্তু দেখ কি করিব না নড়ে দুয়ার।
এ হতে উত্তম বস্তু আন কিছু আর॥
এ হতে পবিত্র-তর আন যদি ধন।
স্বর্গের উদ্যানে তবে করিবে গমন॥
হোথায় ঘুরিয়া দেখ অতি রম্যস্থান।
গোলাবের ফুলে কত শোভিত উদ্যান॥
বৈকালেতে প্রভাকর কর শান্ত করি।
বিশ্রাম করেন হেথা মৃদুভাব ধরি॥
সূর্যদেব এ যেন গৌরব প্রকাশি।
পবিত্র লিবন* শৃঙ্গে উপনীত আসি॥

* Mt. Lebanon.

হেমন্তের অধিষ্ঠান যার শির দেশ।
তুষারে আবৃত সব অতি শুভ্রবেশ॥
পদ তল নিম্ন ভূমে নিদাঘ উদয়।
নানা জাতি পুষ্পগণ প্রস্ফুটিত হয়॥
মনোলোভা সেই স্থান শোভাকর অতি।
উর্দ্ধে থাকি যদি কেহ দেখে তার প্রতি॥
অতি রম্যস্থান তথা হইতে দেখায়।
নিম্ন দেশে চকমক করে সমুদায়॥
সুন্দর উদ্যান কত আর নদীগণ।
নির্ম্মল জল যার উজ্জ্বল বরণ॥
থরে থরে ফলবতী কদলীর শত।
ফুটী তরমুজ আর ফলিয়াছে কত॥
তা সবার কিবা বর্ণ কাঞ্চন স্বরূপ।
রবির কিরণ যথা, আর বাড়ে রূপ॥
পুরাতন দেবালয় ভাঙ্গি পড়ি যায়।
টিক্ টিকি কত তার প্রাচীরে বেড়ায়॥
চিক্ চিক্ করে গাত্র দুরন্ত ভ্রমিছে।
আলোক পাইয়ে যেন স্ফূর্ত্তি হইয়াছে॥

ঝাঁকে ঝাঁকে পারাবত পর্ব্বত উপর।
পক্ষ ভরে বসে উড়ি দেখিতে সুন্দর॥
রোহিত রবির কর ছইয়ে পতিত।
পক্ষ সব নানা বর্ণে হতেছে শোভিত॥
যেন মধ্যে মধ্যে সব নানা মণি সাজে।
কিম্বা যেন শক্র-ধনু আকাশের মাঝে॥
নানাবিধ ধ্বনি হেথা আসিতেছে সব।
কৃষকের বংশী বন্য মক্ষিকার রব॥
জরডান * নদীর তীর পুষ্প বন দিয়ে।
বুল বুল পাখীতে পূর্ণ কানন ভেদিয়ে॥
এত হেরি পরীর নাহিক মনে সুখ।
শ্রান্ত অতিশয় মরমেতে পায় দুখ॥
নিরানন্দ হয়ে ধনী সূর্য্যপানে চায়।
দেখে দিনমণি আসি উদিত তথায়॥
যথা পূর্ব্বে ছিল তাঁর মন্দির স্থাপিত।
এবে জন শূন্য, নানা স্তম্ভে নিরমিত॥
তা হতে ভূতলে ছায়া নিপতিত হয়।
স্তম্ভ যেন ঘড়ি সম করেছে সময়॥

* Jordan.

কাল গত হইয়েছে যাইবারে জানা ;
যেন সেই ইহা বুঝি করেছে রচনা ॥
ভাবে পরী মনে মনে ওখানেতে যাই।
অভীষ্ট লাভের তত্ত্ব যদি কিছু পাই ॥
কোন বস্তু পাই মম দোষ খণ্ডিবারে।
দেখি গিয়ে কিবা আছে দেবের আগারে॥
যথা সলমন * নৃপে স্মরণ কারণ ;
অক্ষর অঙ্কিত আছে প্রস্তরে লিখন।
লিখন মস্তক পাঠ করিয়া দেখিব।
কোথা স্বর্গলাভ হেতু রতন পাইব॥
চন্দ্রলোকে আছে কিবা সাগর ভিতরে ;
ধরাতলে আছে কিবা আছে স্থানান্তরে॥
আশায় ভরসা করি আহ্লাদিত অতি।
সেই দিকে ফিরি পরী বেগে করে গতি॥
এখনো আকাশ যেন সুখে হাসিতেছে।
পশ্চিম দিকেতে আভা ভাল শোভিতেছে
পতিত রবির কর যত কুঞ্জবনে ;
আলো করিতেছে সব সুবর্ণ বরণে॥

* Solomon.

ফেরিয়ে এ সব পরী ধীরে ধীরে যায়।
উপত্যকা ভূমি এক দেখিবারে পায়॥
সুখেতে বালক এক খেলিছে সেখানে।
চৌদিকে ফুটেছে ফুল আছে মধ্য স্থানে॥
ক্রীড়া ছলে নিজ হস্ত করিয়া বিস্তার।
ধরিছে মক্ষিকা যত করিছে বিহার॥
তাহাদের রূপ অতি অপরূপ হায়।
যেন পক্ষ যুক্ত পুষ্প উড়িয়া বেড়ায়॥
কিম্বা যেন মণি চুণি যত জহরত।
পক্ষভরে উড়ি শোভা করে নানা মত॥
ক্রীড়ায় হইয়ে ক্লান্ত বালক তখন।
কুসুমের মাঝে তথা করিল শয়ন॥
আইল মানব এক অতি শ্রান্ত কায়।
অশ্ব হতে অবতীর্ণ হইল তথায়॥
হয়েছিল অতিশয় তৃষ্ণায় কাতর।
জল পান হেতু শীঘ্র গেল সরোবর॥
অকস্মাৎ সে পাষণ্ড মুখ ফিরাইতে।
নির্ভয়ে বালক বসি দেখে এক ভিতে॥

যদ্যপি ও এ হতে অধিক দুরাচার।
অবনীতে কভু নাহি জন্মিয়াছে আর॥
—বিকট আকার তার ললাট উজ্জ্বল।
যেন বজ্র মেঘ মিলি ঘোর দরশন॥
নিবা চক্ষে লবী তার ললাটেতে দেখে
কত শত কুকর্ম্মের চিহ্ন একে একে॥
জাতিকুল খাইয়াছে কত রমণীর।
নষ্ট করিয়াছে কত দেবের মন্দির॥
শপথ করিয়া কত করেছে চাতুরী।
ঘরে ডাকি কারো বুকে মারিয়াছে ছুরী॥
এ সকল লিখিত রয়েছে থরে থরে।
কাল রূপে বিরাজিত কপাল উপরে॥
তথাপি এখন সেই পাপাত্মার মন।
দেখি অতি শান্ত ভাব করিল ধারণ॥
বুঝি দৈবযোগে দেখি কোমল প্রকৃতি।
মনেতে ভাবিয়া তাই হল স্থির মতি॥
শয়ন করিয়া এবে করে দরশন।
সুপক্ক বালক যথা করিছে ক্রীড়ন॥

মিট্‌ মিট্‌ করি দুই চক্ষেতে তাকায়।
বালকের চক্ষু জ্যোতি কিবা শোভা পায়॥
যেমন প্রদীপ নিজ আলোক বিস্তারি।
নিশিতে কুৎসিৎ স্থানে হয় দীপ্তি কারী॥
প্রভাত হইলে পেয়ে দিননাথ জ্যোতি।
না থাকে সেরূপ হয় তেজহীন অতি॥
ক্রমে যান দিনমণি অস্তাচল বাসে।
সন্ধ্যা উপাসনা শব্দ উঠিল আকাশে॥
আহা মরি কিবা রব অতি মনোহর।
সুমন্দ সমীর সহ শুনিতে সুন্দর॥
সে রব সুরিয়া* হতে আসে সুললিত।
যথা আছে বহু সংখ্যা গঠন মস্‌জিত॥
হেথায় বালক ত্রস্ত হয়ে চমকিত।
কুসুমের শয্যা ত্যাগ করে আচম্বিত॥
সৌরভে বেষ্টিত তথা দুর্ব্বাদল স্থলে।
জানু পাতি সেই ক্ষণে বসিল ভূতলে॥
অতি ভক্তি ভাবে বসি করে হেট মুখে।
ঈশ্বরের নিত্য নাম উচ্চারণ সুখে॥

* Syria

পুনরপি হস্ত যুগ করি উত্তোলন।
ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করি করে ঈশ্বরে স্মরণ॥
দেখি জ্ঞান হয় কোন দেব-লোকবাসী।
উপস্থিত এই মাত্র ধরাতলে আসি॥
আবাসে যাইতে পুনঃ করেছে মনন।
উদ্যত হয়েছে তাই করিতে গমন॥
হায় সেইকালে কিবা হয়েছিল শোভা।
সে আকাশ সে বালক কিবা মনোলোভা॥
দৃশ্য অতি মনোহারী কার সাধ্য বলে।
দেখিলে সে কেবা আছে মন নাহি টলে॥
দুর্ভাগা মনুষ্য ছিল শয়ন করিয়ে:
অবাক হইল এবে বালকে হেরিয়ে॥
স্মরণ হইল তার পাপ কর্ম্ম যত।
চিরদিন রত যাহে ছিল অবিরত॥
উথলিল মনে তার দুখ পারাবার।
হৃদয়ে উদয় আসি যাতনা অপার॥
ভাবে কোন খানে নাহি দাঁড়াইতে স্থান।
না হব দয়ার পাত্র তিল পরিমাণ॥

সে বারি সুখের স্রোত বহে অনিবার।
পাপীর মনেতে করে সন্তোষ সঞ্চার ॥
পরী কহে চন্দ্রলোকে আছে বস্তু সার।
আশ্চর্য্য তাহার গুণ অতি চমৎকার ॥
খরতর জ্যৈষ্ঠ মাসে যথায় মিসর * ।
বরিষণ হয় তাহা ধরণি উপর ॥
যে সময়ে সেই স্থানে বরিষণ হয়।
অমনি সেখানে আর রোগ নাহি রয় ॥
কি আকাশ ধরাতল দেখি সর্ব্ব ঠাঁই।
স্বাস্থ্য বিনা সেখানেতে আর কিছু নাই ॥
সেইরূপ পড়ি চক্ষে অনুতাপ জল।
তোমার অন্তর অগ্নি করেছে শীতল ॥
অগ্নিসম দগ্ধকারী মনের গরল।
করেছে মোচন এক বিন্দু স্বর্গ জল ॥
হের দেখ সেই জন কত ভক্তিভাবে।
বালকের পার্শ্বে বসি ভবনাথে ভাবে ॥
সূর্য্যদেব সম কার প্রকাশেন প্রভা।
কিবা দোষী নির্দোষী দোঁহে পায় আভা ॥

* Egypt

স্বর্গেতে মঙ্গল ধ্বনি করে দেবগণ।
পাপীর হইল দেখি পাপ বিমোচন॥
রক্তবর্ণ ভানু যান অদৃশ্য হইয়ে।
তবু এখনো আছে দুজনে বসিয়ে॥
অলৌকিক জ্যোতি এক প্রকাশে তখন
চন্দ্র সূর্য্য আভা কভু না হেরি এমন॥
যথায় বসিয়া সেই মানব দুঃখিত।
তার চক্ষু জলে রশ্মি পড়িল ত্বরিত॥
মনুষ্য যদ্যপি কেহ আলোক হেরিত।
কোন গ্রহ হতে আসে মনেতে ভাবিত॥
কিন্তু পরী পূর্ব্বে হতে জানে সব ভাল।
বুঝিতে পারিল কোথা হতে আসে আলো
জানিল সে স্বর্গ হতে স্বর্গ দূতগণ।
হাসিতেছে তার এই পড়েছে কিরণ॥
স্বর্গ-প্রিয় বস্তু হেন নয়নের জল।
ইহাতে পরীর আশা হইবে সফল॥
এল আনন্দের দিন হল চির সুখ।
অবসান হল শ্রম গেল সব দুখ॥

দ্বার পার হব আর নাহি দুঃখ লেশ।
সুখেতে স্বর্গের মধ্যে করিব প্রবেশ॥
আমা সম নিরুপমা কেবা আর আছে।
ধন্য আমি অতি সুখী সন্তানের কাছে॥
কি সুন্দর মনোহর অমর উদ্যান।
কি দিব তুলনা তার না পাই সন্ধান॥
আছে মর্ত্ত্যে নানা স্থানে প্রাসাদ নির্ম্মিত।
অপূর্ব্ব রচিত আর রত্ন খচিত॥
পুষ্পোদ্যান আছে নানা রকম কেয়ারি।
সুমধুর চন্দন তাতে গন্ধ বলিহারি॥
এ সকলে আর মম নাহি প্রয়োজন।
নশ্বর সে গন্ধ আর নাহি চায় মন॥
আজি তাতে নাহি কোন প্রেমের নিশ্বাস।
স্থায়ী কভু নয় এতে না হয় বিশ্বাস॥
এখন আমারে বল কেবা পায় আর।
স্বর্গস্থিত বৃক্ষগণ ভোগেতে আমার॥
চিরস্থায়ী যার গন্ধ রহিবে প্রচুর।
নিত্যকাল রবে সদা গন্ধ ভুর ভুর॥

বলিছে নশ্বর পুষ্প শুনহে সকল।
কত দিন গল দেশ করেছ উজ্জ্বল ॥
তোমা সভাকারে আমি আর নাহি চাই।
মর্ত্ত্যলোক তেয়াগিয়ে স্বর্গলোকে যাই।
এল আনন্দের দিন হল চির সুখ।
অবসান হল শ্রম গেল সব দুখ ॥
দ্বার পার হব আর নাহি দুঃখ লেশ।
সুখেতে স্বর্গের মধ্যে করিব প্রবেশ ॥

সমাপ্তঃ।